দামুড়হুদায় খেজুর গাছ পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন গাছীরা

পারদর্শী গাছিদের নিপুণ হাতের ছোঁয়াতে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে খেজুর গাছের পরিচর্যা। দামুড়হুদায় বিভিন্ন গ্রামের গাছীরা খেজুর গাছ পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন।

বৈচিত্র্যময় ছয় ঋতুর দেশ আামদের বাংলাদেশ।দেশের ঋতু গুলোর রয়েছে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য। আর এ ঋতু বৈচিত্র্যের পরিবর্তনের জন্য রাতের শেষে জানান দিচ্ছে শীত। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রকৃতিতে বইতে শুরু হয়েছে শীতের আগমনী বার্তা।শিশির ভেজা ঘাস আর হালকা কুয়াশায় প্রস্তুত হচ্ছেন শীত। প্রকৃতি সেজেছে অনিন্দ্য সুন্দর রূপে। প্রাম- বাংলার ঐতিহ্যবাহী অবহেলিত এ খেজুর গাছগুলোকে নতুনরূপে সাজিয়ে তোলার প্রস্তুতি শেরে গাছ থেকে খেজুরের সুমিষ্ট স্বাদের রস আহরণের প্রস্তুতিতে দামুড়হুদায় গাছীরা।

ইতিমধ্যেই উপজেলার সকল গ্রামের গাছিরা হাতে দা কোমরে দড়ি ও হাতের নিপুণ ছোয়াতে গাছ চাঁচাছোলার কাজ শুরু করেছেন।শীতের দিন মানেই গ্রামীণ জনপদের মানুষের মাঝে খেজুর রস আর রস থেকে তার গুড়ের মৌ মৌ গন্ধ। শীতের সকালে খেজুরের তাজা রস যে কতটুকু তৃপ্তির তা বলে বোঝানো যাবে না। পাড়ায় পাড়ায় খেজুর রসের পিঠা এবং পায়েসতো খুবই মজাদার। আর ক’একদিন পরই সংগ্রহ করা হবে রস, রস থেকে শুরু হবে পাটালি ও গুড় তৈরির পর্ব। চুয়াডাঙ্গা জেলার রস ও গুড়ের সুনাম অর্জন রয়েছেন দেশব্যাপী।

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের তারিনী পুর গ্রামের গাছী জসিম উদ্দীন গ্রামের রাস্তার পাশে মাজায় মোটা দড়ি,হাতে কাচি নিয়ে খেজুরের গাছ ঝুড়ার কাজে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। এসময় তার কাছে গিয়ে এ বছরের কয়টি খেজুর গাছ রয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন,নিজের গাছ রয়েছেন ৫০ টি অন্যের কাছে থেকে নিয়েছি ৭০ টি। এবছর মোট ১২০ টি গাছ থেকে রস সংগ্রহ কারা হবে।

ইতিমধ্যেই গাছের পরিচর্যা শেষের পথে।অন্যের কাছ থেকে ৭০টি গাছ নেওয়ার জন্য প্রতিটি গাছের জন্য ১ কেজি করে মোট ৭০ কেজি গুড় দেওয়া লাগবে।রস সংগ্রহের জন্য গাছের সকল পরিচর্যা শেষের পথে।